চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্যাংলরি চালকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গৃার শহরতলী দৌলতদিয়াড় ফায়ার সার্ভিসপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু আসাদ হোসেন (৫২) মৃত আবদার হোসেনের ছেলে। তিনি ছিলেন ট্যাংকলরির চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান জানান, শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে আবু আসাদ হোসেন নিজ বাড়িতে নষ্ট একটি টেবিলফ্যান মেরামত করছিলেন। এ সময় তাঁতাল দিয়ে ফ্যান ঝালাই করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় শিক্ষার্থী বান্ধব ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

করোনা মহামারিতে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াও। এই মহাঅচলাবস্থায়ও বসে নেই আলমডাঙ্গার ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব। বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডলের হাত ধরে তিনি পুরো স্কুলকে রঙিন সাজে সাজিয়ে তুলেছেন। শিশুদেরকে চোখ রাঙিয়ে পড়ানোর পরিবর্তে স্কুলকে একটি পার্কের আদলে সাজিয়ে করে তুলেছেন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, শহরতলীর এই স্কুলের বৃহৎ বাউন্ডারির

প্রাচীরে তুলির আঁচড়ে থরে থরে লিখে রাখা হয়েছে শিশু মস্তিস্কের মননশীলতার উদ্দীপনার সব চিরন্তন বাণী। বিদ্যালয়ের খোলা মাঠের কোণঘেষে বসানো হয়েছে স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং (দোলনা)। যা শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় খেলনা সামগ্রী।

বিদ্যালয়ের আরেক কোণে স্থাপিত হয়েছে মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র স্মৃতিস্মারক শহীদ মিনার। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ের শরীরজুড়ে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার প্রকৃতির নানা চিত্রকর্ম। শ্রেনীকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর তুলিতে আঁকানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়ক নানা উপকর্ম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব বলেন, কয়েক মাস স্কুল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াতে না পারার জন্য হাাহকারে আছি। আমরা এখন শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্ততি নিয়েছি। যাতে কোন শিক্ষার্থী ঝরে না যায়।

বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল বলেন, উপজেলার কোন স্কুলে শহীদ মিনার নেই। কোন স্কুলেই পার্কের আদলে কোন স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং নেই। আমরা শিক্ষার্থীদের সুন্দর পরিবেশে পড়ানোর পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশও রেখেছি। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে স্থাপন হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর চেষ্টার পরে চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন হতে যাচ্ছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে, ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাজার কমিটির সভাপতি জনাব আমির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার ওসি তদন্ত লুৎফর কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ১৪ নং চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জিল্লুর রহমান, ইসলাম উদ্দিন চেয়ারম্যান, আব্দুস সালাম বিপ্লব চেয়ারম্যান, সৌরভ হোসেন চেয়ারম্যান, আসাদুজ্জামান কবির, আসাদুজ্জামান সুজন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রায় এক বিঘা জমির উপরে এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। ক্যাম্পের কার্যক্রম এই বছরের ভিতর শুরু করা হবে। ক্যাম্প স্থাপন হলে এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ভালাইপুর বাজারটি চুয়াডাঙ্গা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। এ বাজারে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের লোক সমবেত হয়। কেউবা জীবিকার তাগিদে, কেউ বা ব্যবসায়ীক কাজে।

এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয়। প্রায় ৫০০ টির ও বেশি দোকানে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে চারটে। স্কুল কলেজ রয়েছে। অথচ এই বাজারে নিরাপত্তা কোন ব্যবস্থা নেই। যার কারণে ব্যবসায়ীরা হতাশা ও আতঙ্কের ভিতরে থাকে। অবশেষে ব্যবসায়ীরা অসার মুখ দেখছে ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার খবরে।

ডাক্তার দম্পত্তি করোনা আক্রান্ত, আলমডাঙ্গার শেফা

ক্লিনিক লকডাউন

ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন স্বস্ত্রীক করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় তার মালিকানাধীন আলমডাঙ্গা শেফা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লকডাউন করা হয়েছে।
সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ ক্লিনিকটি লকডাউন করে দেয়। এতে প্রায় দশ দিন ধরে চলা আলোচনা- সমালোচনার অবসান হয়।
জানা গেছে, এর আগে থেকেই ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপনের স্ত্রী মরিয়ম নেছা করোনার উপসর্গ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ শেফা ক্লিনিকের বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বারেবার ক্লিনিকটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে তাগিদ দেওয়া হলেও ডাক্তার তপন দিতে অপারগতা প্রকাশ করে আসছিলেন। পরে ওই ডাক্তার পরিবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। এতে ডাক্তার তপন স্বস্ত্রীক করোনা পজিটিভ আসে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন ও তার স্ত্রীর করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।
তিনি জানান, আগে থেকেই ডাক্তার তপনের পরিবারকে নমুনা দিতে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তিনি সহযোগীতা করেননি। পরে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ডাক্তার দম্পত্তির করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তারা তাদের মালিকানাধীন শেফা ক্লিনিকের ওপরে বসবাস করছিলেন। এ জন্য ক্লিনিকসহ বাড়িটি লকডাউন করা হয়েছে।
গিয়ে দেখা গেছে, রোগী-আত্মীয়স্বজনে সব সময় জমজমাট থাকা ক্লিনিকের ভেতরে ও বাহিরে সুনসান নিরবতা। করোনার খবর শুনে অবশিষ্ট রোগীরাও ক্লিনিক ছেড়ে পালিয়েছে।

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার বড়দুধপাতিলায় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ একই পরিবারে আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

রবিবার তিনি ওই পরিবারে গিয়ে তাদের এ সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় (১০ কেজি চাল, ৩০ টি ডিম, ১ লিটার তেল, ১ কেজি মসুরের ডাল, ১কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন)।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যেকোনো সামাজিক সমস্যা তাৎক্ষণিক উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা জানান।

দামুড়হুদায় যুবলীগের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে গাছ রোপণ করার আহবান জানিয়েছেন।

‘মুজিবর্ষের আহবান, ৩টি করে গাছ লাগান’এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নেতাকর্মী আগামী ৩ মাস (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩টি (বনজ, ফলজ ও ভেষজ) বৃক্ষ রোপণ করবেন। সৃষ্টির বুকে প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার পেছনে বৃক্ষের রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বৃক্ষ মূলত পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। বন্যা, খরা, ঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ওজনস্তর ক্ষয়, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে। এক কথায় প্রকৃতির অমূল্য ও প্রধান সম্পদ হচ্ছে বৃক্ষ।

পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে, উঁচু-নিচু পতিত জমি, রাস্তার পাশে, নদীর পাড়ে গাছ লাগানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়াদ্দার, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম ফকির, যুগ্ন আহবায়ক লিপন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা মালেক ভূঁইয়া , মহাসিন , জাহাঙ্গীর, বাঁধন, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা আনারুল ইসলাম আকাশ,বকুল, সাব্বির প্রমুখ।

কুড়ুলগাছিতে সাংবাদিক আলমগীর ‘র উদ্যোগে ছাত্রলীগের মাঝে ফুটবল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি আনান্দ বাজার পাড়ায় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক আলমগীর’র উদ্যোগে ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইঁচিতলা গ্রামের ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন। এলাকার গরীব দু:খী মানুষের পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক আলমগীর।

এসময় তিনি বলেন,খেলাধুলা ছাত্র- ছাত্রীদের মন প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে, মাদকের নেশা থেকে বিরত রাখে। ছাত্রদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে পড়া-লেখার পাশাপাশি নিজেদের এলাকায় ছোট-ছোট মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলে আগামী দিনে জাতীয় পর্যায়ে খোলার সুযোগ পেতে পারো।

ফুটবল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ: লীগের সহ সভাপতি তারিক রহমান, ছাত্রলীগ সদস্য ফিরজ, বাসার, সজিব, ইমরান, তাহের, মাফুজুর রহমান, মনিরুল, শাহিন, রবিউল, ফারুক, ইসমাইল ইসলাম সহ সকল নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন ১৭ জনের করোনা সনাক্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫৬ জনে। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪৭ জন ও মারা গেছেন ৩ জন। রবিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ৬৪ জনের নমুনার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার

পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে বেলগাছি গ্রামে ইমাদুল নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন।

গতকাল রবিবার দুপুরে গ্রামের একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

নিহত ইমাদুল বেলগাছি গ্রামের সাহজাহানের ছেলে। তিনি বেলগাছি গ্রামের নুহু নবীর পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতেন।

জানা গেছে, ইমাদুল প্রতিদিনের ন্যায় তার কর্মস্থান পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান। এ সময় বিদ্যুতের সুইসবোর্ডের প্লাগে একটি তার ঢোকাতে গেলে পুরো ফার্মে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। তার শরীরও বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পরে পোল্ট্রি ফার্মের মেইন সুইস বন্ধ করে নিহত ইমাদুলকে উদ্ধার করা হয়। ইমাদুলের দুইটি সন্তান রয়েছে। পরিবারে একমাত্র কর্মক্ষম ইমাদুলের অকাল মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও দুইটি সন্তান অসহায় হয়ে পড়েছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা

আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২ জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।